গাংনীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো বসতবাড়ি ও পানের বরজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরে মধ্যরাতে গোয়ালঘরে আগুন লেগে তিনটি গরু দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে দুটি গরু পুড়ে মারা গেছে। আগুনে বসতবাড়ি ও পাশের পান চাষের বরজ পুড়ে যায়। এক নিমিষেই তিন বিঘা জমির পানের বরজসহ চারটি পরিবারের স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাটি সোমবার মধ্যরাত ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মিলিটারি পাড়ায় মিন্টু হোসেনের বাড়িতে ঘটে। পানের বরজের মালিকরা হলেন একই এলাকার নজরুল ইসলাম ও ইন্তাজুল হক।

স্থানীয়দের ধারণা, গরু রাখা গোয়ালঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত মিন্টু হোসেন বলেন, “রাতে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বাড়ির দিকে ছুটে আসি।

কোনোভাবে পরিবারের সদস্যদের ঘর থেকে বের করতে পেরেছি। কিন্তু আমার তিনটি গরু, মুরগি ও ঘরের সব আসবাবপত্র চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গরুগুলো ঋণের টাকায় কিনেছিলাম। এখন কীভাবে সেই ঋণ শোধ করবো বুঝতে পারছি না। গতকাল সব ছিল, আজ আমি নিঃস্ব।”

পান চাষি নজরুল ইসলাম বলেন, “বাড়ির পাশে দুই বিঘা জমিতে পানের আবাদ ছিল। রাতে শুনতে পাই বরজে আগুন লেগেছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সব পুড়ে গেছে। আমি জমি লিজ নিয়ে চাষ করেছিলাম, এখন সব শেষ।”

আরেক চাষি ইন্তাজুল হক বলেন, “রাতের আগুনে আমাদের বরজের সব পান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমি ও আমার পরিবার পথে বসে গেছি। প্রায় ১৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

স্থানীয় ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম জানান, মধ্যরাতে মিন্টু

হোসেনের গোয়ালঘরে আগুন লাগে। এতে তিনটি গরু দগ্ধ হয়, যার মধ্যে দুটি মারা গেছে। গরুগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা। মিন্টু একজন অসহায় মানুষ; ঋণ করে গরু কিনেছিলেন, এখন তার সবকিছুই পুড়ে গেছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলেন, “আগুনে একটি পরিবারের বসতবাড়ি ও তিনটি গরু পুড়ে গেছে। পাশাপাশি পানের বরজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে এবং বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় আগুনে পুড়ে ৪ বিঘা পানের বরজ ভস্মীভূত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন কৃষকের প্রায় ১৩০ শতাংশ জমির পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল রবিবার আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিটের দিকে ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় জান্নাতুল বাকি কবরস্থানের পাশে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার পানচাষি মিথুন আলি, রিপন আলি, টিপু সুলতান, মোতালেব হোসেন ও আহম্মদ আলির সম্মিলিত প্রায় চার বিঘা জমির পানের বরজ ছিল। গতকাল দুপুরে হঠাৎ করেই একটি বরজে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই শুকনো পানের বরজগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, পানের বরজে সেচ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক মোটরের তারের শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের উৎপত্তি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের একটি দল। আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুপুর আনুমানিক ২:৪০ মিনিটে তারা আগুনের খবর পান এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের প্রায় এক ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে পাঁচটি বরজই ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্ত শেষে ফায়ার সার্ভিস

জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে চাষিদের আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে ডাউকি গ্রামের মেম্বর বাদসা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হারিয়ে তারা এখন দিশেহারা। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়নি। এই বিশাল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে এবং পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখন প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছেন।

হরিণাকুণ্ডুতে গভীর রাতে পানের বরজে আগুন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৫নং কাপাশহাটীয়া ইয়নিয়নের কেসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের মো:রশিদুল ইসলাম কুটির পান বরজে গভীর রাতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ শুক্রবার (২৭ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে পানের বরজে আগুন দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে তা নিভানোর চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসলে এতে তার ৩০শতক পানের বরজ পড়ে ছায় হয়ে যায় এবং ৩লক্ষ টাকা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলে জানান।

রাশিদুল ইসলাম কুটি (৪৫) ওই গ্রামের মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে। এব্যপারে রশিদুল ইসলাম কুটি বলেন, তারা শুধু পান বরজ পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দুর্বৃত্তরা মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে আমার বাসায় গোয়ালের চারটি গরুর খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে গেছে। চারটি গরুই এখন অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন এর কয়েক দিন আগে আমার ভাই জাহিদের একটি ট্রাক এবং আমার মাইক্রো গাড়ির টায়ারে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

শত্রুতা মূলক ভাবে কে বা কাহারা করেছে এসব তা তিনি বলতে পারেননি। কারো প্রতি সন্দেহের কথাও জানাতে চাননি তিনি। তিনি মনে করেন স্থানীয় বিরোধ এবং তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থন করতেন বলে এসব

ক্ষতি করা হচ্ছে। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো? আমিতো কাওকে দেখেনি কারা এসব করছে।

কুষ্টিয়ায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের আহাম্মদপুর ও বেলগাছী গ্রামে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কৃষক আব্দুল মান্নান বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একশ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। সব পানের বরজ পুড়ে গেছে। কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বলেন, হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পাই আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পার্শ্ববর্তী ক্ষেতগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই।

মিরপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা সবুজ হোসেন বলেন, পানের বরজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুটি ইউনিটের চেষ্টায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে জানানো হবে। তিনটি ঘর ও প্রায় ১০০ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। আগুনের সূত্রপাতের বিষয়টি এখনো জানা যায়নি।

গতকাল দুপুরে এই এলাকার বেলগাছী গ্রামের পানের বরজসহ বসতবাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে আটটি পরিবার খোলা আকাশের নিচে

মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত ইউএনও হারুন অর রশীদ।